দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

49

মীর মশাররফের জন্মোৎসব

।।আবদুররশীদ চৌধুরী।।

কুষ্টিয়াঃ উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যিক 'বিষাদ সিন্ধু'র অমর রূপকার মীর মশাররফ হোসেনের ১৪৫তম জন্মোৎসব কুষ্টিয়ায় পালিত হয়েছে।

জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন সামাজিক- সাংস্কৃতিক সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচী পালন করে।

মীর মশাররফ স্মৃতি সংসদ কুষ্টিয়ায় মীরের জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে ১৩ ও ১৪ই নভেম্বর দু'দিনব্যাপী কর্মসূচী হাতে নেয়।

১৩ই নভেম্বর কুমারখালী উপজেলার লাহিনী পাড়ায় মীর মশাররফ হোসেনের বাস্তুভিটা ও স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান ও মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি সংসদের সভাপতি মোঃ আনোয়ার আলী।

অনুষ্ঠানে মীর মশাররফ হোসেনের জীবন ও শিল্পবোধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন তরুণ সাহিত্যিক- গবেষক অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী, ম মনিরুজ্জামান, মীজানুর রহমান ও স্মৃতি সংসদের দপ্তর সম্পাদক এস, এম নূরুদ্দিন।

প্রধান অতিথি ডঃ সিরাজুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, মুসলিম পথিকৃৎ সত্য–সন্ধানী মীর মশাররফ হোসেন পিছিয়ে পড়া তৎকালীন সমাজজীবনকে তার সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে দিক-নির্দেশন দিয়েছিলেন।

এই শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যিকের শিল্পবোধ ও সমাজচেতনা এতই স্বচ্ছ ও সাবলীল যে, তা শাশ্বত হয়ে থাকবে।

অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী বলেন, মীর মশাররফ হোসেন যুগশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। এই প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের স্মরণে আমরা আগামীতে 'মশাররফ মেলা'র আয়োজন করব।

এ অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীসহ বিপুল সংখ্যক সুধীবৃন্দের সমাগম ঘটে।

মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি সংসদ গত ১৪ই নভেম্বর কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে জন্মোৎসব পালনের দ্বিতীয় দিনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন মুসলিম চেতনা ও সমাজ বিনির্মাণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহানায়ক। শিল্প রূপরসে মুসলিম মানস ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে তিনি

মীর মশাররফ হোসেন।

যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই বিরল ও তুলনাহীন।

বিষাদ সিন্ধুর কারবালা কাহিনী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মীর মশাররফ কারবালার ইতিহাসকে যতখানি উপজীব্য করেছেন তার চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছেন মানুষের সুপ্ত অনুভূতিকে। শুধুমাত্র সে কারণেই বিষাদ সিন্ধু ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণীয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী, ম মনিরুজ্জামান, শাহ আলম, আনোয়ার আলী প্রমুখ।

পরে, এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।